মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন

মে, ২০২০

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
১)	সমুদ্র বিজয়ের ফলে বঙ্গোপসাগরে বিশাল জলরাশিতে গ্যাস, তেল ইত্যাদি জ্বালানি প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্র এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সার্ভে পরিচালনাপূর্বক গ্যাস বা তেল ক্ষেত্র আবিস্কার এবং তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	* প্রতিবেশি দেশের সাথে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি হওয়ায় সমুদ্রাঞ্চলের ব্লকসমূহকে পুনঃবিন্যাস করে নতুনভাবে ব্লক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের ফলে বাংলাদেশের অনশোর এবং অফশোর এলাকায় নতুন বিডিং রাউন্ড আহ্বান করার লক্ষ্যে Onshore Model PSC 2019 এবং Offshore Model PSC 2019 চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মোতাবেক অফশোর ব্লকসমূহের জন্য নতুন বিডিং রাউন্ড আহবান করা হবে। * সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান চালানোর জন্য ইতোমধ্যে ০৪টি ব্লকের (এসএস-০৪, এসএস-০৯, এসএস-১১ এবং ডিএস-১২) জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। * ওএনজিসি ভিদেশ লি. অগভীর সমুদ্রের ব্লক এসএস-০৪ এবং এসএস-০৯ এ মোট ৫০৮১ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক সার্ভে ও ডাটা ইন্টারপ্রেটেশনের কাজ সম্পন্ন করেছে। ব্লক এসএস-০৪ এ ০১টি অনুসন্ধান কূপ (কাঞ্চন-১) খনন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করার পরিকল্পনা থাকলেও করোনাভাইরাসজনিত (Covid-19) বিদ্যমান বৈশ্বিক মহামারীর কারণে কূপের খননকাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে। এ অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পরে কূপের খনন কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। এছাড়া আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এর মধ্যে এসএস-০৪ এ আরও ১টি অনুসন্ধান কূপ এবং ব্লক এসএস-০৯ এ ০১টি অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে Geotechnical Survey'র মালামাল আমদানির কাজ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রেও বর্ণিত বৈশ্বিক মহামারীর কারণে ক্রু আসতে না পারায় ভেসেল মুভ করতে পারছেনা বিধায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরে বাস্তবকাজ আরম্ভ হবে। * অগভীর সমুদ্রের ব্লক এসএস-১১ এ দ্বিমাত্রিক ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। গত ২০ মে ২০১৮ তারিখে এ ব্লকে ৩০৫ বর্গকিলোমিটার ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপ পরিচালনা সম্পন্ন হয়। ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সম্পন্ন হয়েছে। মার্চ ২০২১ এর মধ্যে ০১টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হবে। * POSCO International Corporation (PIC) গভীর সমুদ্রের ব্লক ডিএস-১২ এ ৩৫৮০ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করেছে। এ ব্লকে প্রাথমিক অনুসন্ধানকালের ১ম ধাপের মেয়াদ ১৩/১২/২০১৯ তারিখে শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে PIC কর্তৃক এ ব্লকের Initial Exploration Period এর ১ম ধাপের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। PIC এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভবিষ্যতে গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিবেচনায় ব্লক ডিএস-১২ এর Initial Exploration Period এর মোট সময়কাল পাঁচ বছর ঠিক রেখে ১ম ধাপের মেয়াদ ছয় মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। স্বাক্ষরিত পিএসসি ব্লক ডিএস-১২ এর জন্য গঠিত Joint Review Committee (JRC)-এর পরবর্তী সভায় অনুমোদন করে তা PIC-কে জানিয়ে দেওয়া হবে। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
২)	গভীর সমুদ্রে গ্যাস/তেল ব্লক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন একক দেশকে ২/৩টির অধিক সংখ্যক ব্লক প্রদান পরিহার করা হবে;	পেট্রোবাংলা	গভীর সমুদ্রে গ্যাস/তেল ব্লক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন একক দেশকে ২/৩টির অধিক সংখ্যক ব্লক প্রদান পরিহার করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পরিহার করা হবে। ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার Santos ও সিংগাপুরের Kris Energy কে যৌথভাবে অগভীর সমুদ্রের ০১টি ব্লক (এসএস-১১) এবং ভারতের ONGC Videsh Ltd. ও Oil India Ltd. কে অগভীর সমুদ্রের ০২টি ব্লক (এসএস-০৪ ও এসএস-০৯) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দক্ষিণ কোরিয়ার POSCO Daewoo Corporation কে গভীর সমুদ্রের ০১টি ব্লক (ডিএস-১২) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০২

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
৩)	দেশের কয়লা চাহিদা ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হতে আমদানির মাধ্যমে পূরণসহ ঐ সকল দেশে খনি লীজ গ্রহণ করার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় যৌথ উদ্যোগে অর্থাৎ কয়লাখনি পরিচালনাকারী বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সাথে বিনিয়োগের মাধ্যমে খনি লীজ নেওয়া কিংবা খনি পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, দেশে আবিষ্কৃত ০৫টি কয়লা ক্ষেত্রের মধ্যে পেট্রোবাংলার আওতাধীন বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের সাথে Management, Production, Maintenance & Provisioning Services (MPM&P) চুক্তির আওতায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিচালনা করছে। বিদেশে লীজ গ্রহণ করে কয়লা খনি পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বিসিএমসিএল অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। গত ১০/০৭/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-২, নীলুফার আহমেদ এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণীর খ(৪) নং এ বিদেশে লীজ গ্রহণপূর্বক কয়লা খনি পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন হয়নি এবং বেসরকারি খাতে এটি করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা হয়।
৪)	ভারতের নুমালীগড় থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল আমদানির ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততম রুট বাছাই করে পাইপ লাইন নির্মাণের ব্যয় ভারতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্বাহ এবং আমদানিতব্য তেলের মূল্যের সাথে তা সমন্বয়পূর্বক পরিশোধের প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে;	বিপিসি	* পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুরে ডিজেল আমদানির বিষয়ে ২০/০৪/২০১৫ তারিখে BPC ও NRL এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়। * বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাইকমিশন গত ২৯/০৩/১৭ তারিখে পত্র মারফত সচিব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করেন যে, ইন্দোবাংলা ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন (আইবিএফপিএল) নির্মাণে বাংলাদেশ অংশের খরচ নির্বাহের জন্য ভারত সরকার Grant in Aid Program এর আওতায় ৩০৩(তিনশত তিন) কোটি রুপি অর্থায়ন করবে। পাইপলাইনের মাধ্যমে ১৫ বছরের জন্য ডিজেল সরবরাহ করার বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। গত ২২/১০/২০১৭ তারিখে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের লক্ষ্যে BPC ও NRL এর মধ্যে Sale Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষরিত হয়। * গত ০৯/০৪/২০১৮ তারিখে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন স্থাপনের বিষয়ে MoU টি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং ভারতের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব, ভারত স্বাক্ষর করেন। * গত ১৮/০৯/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পাইপলাইনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। * প্রকল্পের ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০,৬২৩.৩২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি-২০২০ থেকে জুন, ২০২২। একনেক হতে গত ০৮/০৩/২০২০ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং এ বিভাগ হতে গত ১০/০৩/২০২০ তারিখে প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। * পঞ্চগড় (১১৮.১৫২৯ একর), দিনাজপুর (৫১.২৪৩০ একর), ও নীলফামারী (১৪.২৮৬৪ একর), জেলার ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ৭ ধারা নোটিশ জারি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। * পঞ্চগড় (৮২.১৮৯৬ একর), দিনাজপুর (৩৩.৪৪০৭ একর), ও নীলফামারী (৯.৪৯৮৯ একর), জেলার ভূমি হুকুম দখলের নথি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। * পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য পঞ্চগড় (৮১ কিলোমিটার), দিনাজপুর (৩৫ কিলোমিটার), ও নীলফামারী (৯ কিলোমিটার)। * দিনাজপুর জেলায় ০২টি **SV Station (০.৬৭২২ একর),** পঞ্চগড় জেলায় **০৩টি SV Station (২.৩৭১৮ একর)** সমূহের জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। * Department of Environment (DoE) হতে গত ২৫/০২/২০২০ তারিখে সাইট ক্লিয়ারেন্স (IEE) অনুমোদিত হয়েছে। * পার্বতীপুরে রেলওয়ের ভূমিতে রিসিপ্ট টার্মিনাল নির্মাণের ৫.৩১ একর জমি বরাদ্দের বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ১৭/০২/২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের সাথে লিজ গ্রহণের জন্য চুক্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। * পাইপলাইন স্থাপনের জন্য CD/VAT বিষয়ে Deferred Payment এর ভিত্তিতে ২৫.২৭ কিলোমিটার (২০৪৭.০ পিস) পাইপ সৈয়দপুর ডাম্পসাইটে রাখা হয়। * সৈয়দপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ডিজেল সরবরাহের জন্য পিডিবি'র সাথে **MOU** স্বাক্ষর হওয়ার পরে ০৭ কিলোমিটার পাইপলাইনের স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ (১২ একর) ও হুতুম দখল (০৮ একর) কার্যক্রম শুরু হবে। * কাজী এন্ড কাজী চা বাগানের অভ্যন্তরে ৩.৬ কিলোমিটার পাইপলাইনের জন্য নির্ধারিত রুটটির আংশিক সংশোধন করে চা বাগানের বাইরে থেকে পুনঃনির্ধারণ বা রিরুটিং কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। * দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে রেলের জমি অধিগ্রহণ (০.৯২৪ একর) ও হুকুম দখল (০.৬৫১২ একর) প্রস্তাবটি এ বিভাগে ১৮/০৩/২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। * বিপিসির সাথে সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং এলজিইডি ক্রসিং অনুমোদিত শর্তাবলীর চুক্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৩

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
৫)	বিদ্যমান Captive Power খাতে গ্যাস সংযোগের হার ১৭% হতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে তা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প কারখানায় ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ১০/০৮/২০১৫ তারিখে অফিস আদেশের মাধ্যমে ক্যাপটিভ খাতে গ্যাস সংযোগ বন্ধ রয়েছে। এছাড়া, Captive Power খাতে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে গ্রাহকগণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ফলে Captive Power খাতে নতুন গ্যাস সংযোগ বন্ধ রাখা এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যমান Captive Power খাতে গ্যাস ভোগের শতকরা হার স্বাভাবিকভাবে হ্রাস হচ্ছে। উল্লেখ্য, Captive Power খাতে গ্যাস ভোগের শতকরা হার ১৭.১০% (২০১৪-১৫ সাল) হতে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১৫.৬৪% (২০১৮-১৯ সাল) হয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সভাসমূহে কো-জেনারেশন/ট্রাই জেনারেশন এর মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষতা ন্যূনতম ৭০% এ উন্নীতকরণ এবং এলএনজি আমদানির পর কার্যকর করা হবে শর্তে ক্যাপটিভ খাতে সংযোগের অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে সম্প্রতি , জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ১৫/০৫/২০১৯ তারিখের অফিস আদেশ নং-২৮.০০. ০০০০ ০২৬.০৬.০০১.১৯-১০২ এ "(খ) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ক্যাপটিভ পাওয়ারে উৎপাদন দক্ষতা কম থাকায় ক্যাপটিভ শ্রেণিতে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান নিরুৎসাহিত করতে হবে ";মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে আগামিতে ক্যাপটিভ পাওয়ার খাতে গ্যাস ভোগের শতকরা হার হ্রাস পাবে।
৬)	সরকারি খাতে LPG'র উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যাতে বেসরকারি খাতের মূল্য যৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়;	বিপিসি	দেশে এলপি গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সরকারিভাবে বিপিসি'র ০২টি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গৃহীত ০২টি প্রকল্পের অগ্রগতির (হালনাগাদ) বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল : **০১। কুমিরায় স্থাপিতব্য এলপিজি প্ল্যান্ট:** * সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি'র আওতায়) বার্ষিক ১.০০ (এক) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট চট্টগ্রামে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃক "Construction of LPG Bottling Plant at Kumira or any suitable place in Chittagong including Import Facilities of LPG, Jetty, Pipelines & Storage Tank" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। * গত ২৭/০৮/২০১৯ তারিখে অকৃষি খাসজমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তীতে বিপিসি, চট্টগ্রামের অনুকুলে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজার বিএস ১নং খাসজমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করায় ৪৭,৫০,৮১,৫০০.০০ (সাতচল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত) টাকা সরকার নির্ধারিত কোডে (১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১) বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাদানপূর্বক চালানের কপি এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খতিয়ানের বিএস ০২ দাগের ১০.০০ একর সংখ্যক নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (রাজস্ব শাখা), চট্টগ্রামে প্রেরণের জন্য গত ০৯/০৯/২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (রাজস্ব শাখা), চট্টগ্রাম বিপিসি'কে পত্র প্রেরণ করেছে। সে অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। * পরবর্তীতে জেলা প্রশাসন চট্টগ্রামের নির্দেশনানুযায়ী টাকা জমাদানের জন্য বিপিসি থেকে অর্থ ছাড়করণের সকল কাজ শেষ করা হলে জানা যায় যে, বনবিভাগ থেকে বনায়ন করার লক্ষ্যে উক্ত জমিটি চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে বন্দোবস্তের জন্য জমির সেলামি বাবদ টাকা জমা দেয়া সম্ভব হয়নি। বিষয়টি সুরাহা করার জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম মহোদয়ের সথে আলোচনা চলমান রয়েছে। **২। কক্সবাজারের মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় এলপিজি টার্মিনাল স্থাপনঃ** * কক্সবাজারের মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় এলপিজি টার্মিনাল স্থাপনের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২২/০১/২০২০ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব (Detail Proposal) এবং খাতওয়ারী প্রাক্কলিত ব্যয়ের হিসাব বিবরণীসহ প্রস্তাব ০২(দুই) সপ্তাহের মধ্যে দাখিলের জন্য ২৫/০২/২০২০ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রস্তাব দাখিলের সর্বশেষ সময় ১৮-০৩-২০ তারিখে ০৩(তিন)টি প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। * এলপিজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ ১৯.২৬ হেক্টর (প্রায় ৪৭.৬ একর)। প্রত্যাশী সংস্থা হিসাবে বিপিসি কর্তৃক স্থানাংক (Coordinate) অনুযায়ী জমির দাগসূচী ও মৌজা ম্যাপে দাগসমূহ চিহ্নিত করে BEZA এর নিকট হতে ছাড়পত্র (Clearance) গ্রহণের জন্য গত ১৮/০২/২০২০ তারিখে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। জমির দাগসূচী ও মৌজা ম্যাপে কিছুটা ভুল পরিলক্ষিত হওয়য় গত ১০-০৫-২০ তারিখে বেজা (BEZA) এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বেজা (BEZA) হতে ছাড়পত্র (Clearance) গ্রহণের পর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের জন্য বিপিসি হতে এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে। প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৪

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
৭)	মধ্যপাড়ার Hard rock কে কঠিন শিলার পরিবর্তে ''গ্রানাইট'' হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। নির্মাণ কাজের উপাদান হিসাবে ব্যবহারের পরিবর্তে উন্নতমানের Slab আকারে শিলা উত্তোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আহরিত শিলা পাথর নৌ-পথে পরিবহণের লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর নিকটবর্তী স্থানে মজুদ এবং পরিবহণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	ক) হার্ডরক এর নাম পরিবর্তন করে ''গ্রানাইট'' নামকরণ করা হয়েছে। খ) গ্রানাইট টাইলস/স্লাব তৈরী ও মধ্যপাড়া খনি সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ''Feasiblity Study of Granite Slab preparation and enhancement of hard rock production by expansion of Maddhapara Mine'' প্রকল্পটি গত ২১/১২/২০১৭ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত স্টাডি প্রকল্পের আওতায় কনসাল্টিং ফার্মের সাথে ০৭/০১/২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে টপোগ্রাফিক সার্ভে, ২-ডি সাইসমিক সার্ভে এবং কোর হাউজ ও ১০টি বোরহোল ড্রিলিং সহ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ শিলায় অসংখ্য ফ্রাকচার-ফিশার থাকায় স্লাব আকারে গ্রানাইট উত্তোলন সম্ভব নয়। তবে প্রতিদিন ১১,০০০ মেট্রিক টন ক্রাশড গ্রানাইট স্টোন উত্তোলনযোগ্য একটি খনি উন্নয়ন সম্ভব হবে। গ) মধ্যপাড়া খনি হতে আহরিত গ্রানাইট পাথর নৌ-পথে পরিবহণসহ দেশের বাৎসরিক শিলার চাহিদার পরিমাণ নিরূপণের লক্ষ্যে ''Market Feasibility Study of Granite Rock of MGMCL'' কাজের জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত রিপোর্ট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের কতিপয় সুপারিশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। রিপোর্টটির সুপারিশের মধ্যে নৌপথে গ্রানাইট পাথর পরিবহণের জন্য যমুনা নদী তীরবর্তী নৌপথ সংলগ্ন স্থানে স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণের সুপারিশ রয়েছে। কিন্তু এমজিএমসিএল এর বর্তমান আর্থিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় বর্ণিত প্রস্তাবনাটি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। তবে পাথর উত্তোলন বৃদ্ধির জন্য প্রণীত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প ইতিবাচক হলে খনি হতে পাথর উত্তোলন বৃদ্ধি পাবে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভাল হবে মর্মে আশা করা যায়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের আলোকে নৌপথে পাথর পরিবহনের বিষয়টি পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করা হবে।
৮)	রাশিয়ার Gazprom ইতোপূর্বে ১০টি কূপ খনন করে ১১২ এমএমসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছে। বর্তমানে তাদের আবেদনমতে নতুনভাবে আরো ০৪টি কূপ খনন করার দায়িত্ব দ্রুত গতিতে প্রদান করা যেতে পারে;	পেট্রোবাংলা	রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংস্থা Gazprom-ইতোপূর্বে ১০টি কূপ খনন করে ১১২ এমএমসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছে। তাদের আবেদনমতে আরও ৫টি কূপ খনন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং কূপগুলির খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে রাশিয়ার Gazprom এর সাথে মূল চুক্তির অনুবৃত্তিক্রমে আরো ০২টি কূপ (ভোলা নর্থ-১ ও শাহবাজপুর ইষ্ট-১) খননের জন্য Addendum-6 স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ০২টি কূপের খনন সম্পন্ন হয়েছে এবং কূপ ০২টিতে গ্যাস পাওয়া গেছে।
৯)	শিল্পাঞ্চল/স্পেশালাইজড ইকনোমিক জোন প্রভৃতিতে গ্যাস/বিদ্যুৎ সরবরাহে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;	পেট্রোবাংলা	বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহে সরকারের নির্দেশনার আলোকে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সর্বমোট ২০টি শিল্পাঞ্চল/বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে অগ্রগতি নিম্নরূপ: ▪ আব্দুল মোনেম বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে মুখ্য বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। পার্জিং ও টেস্টিং কার্যক্রম চলমান আছে। গজারিয়া টিবিএস মডিফিকেশন এর কাজ চলমান রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ডিআরএস ও বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত বর্ণিত অর্থনৈতিক অঞ্চল বরাবর প্রেরিত প্রাক্কলন অনুযায়ী চাহিদাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী প্রাক্কলিত মালামাল ক্রয়ের জন্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রদান করা হয়েছে। ▪ মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোনে মুখ্য বিতরণ লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় লাইনপাইপ, টেপ, প্রাইমার, ফিটিংস, বল ভাল্ভ, স্লাম শাট ভাল্ভ রেগুলেটর তিতাস ভান্ডারে মজুদ রয়েছে। রিলিফ ভাল্ভ এর ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ২৩/০২/২০২০ তারিখে ঠিকাদারকে চুক্তিপত্র প্রদান করা হয়েছে। ▪ মেঘনা বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে মুখ্য বিতরণ লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় লাইনপাইপ, টেপ, প্রাইমার, ফিটিংস, বল ভাল্ভ, স্লাম শাট ভাল্ভ, রেগুলেটর তিতাস ভান্ডারে মজুদ রয়েছে। রিলিফ ভাল্ভ এর ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ২৩/০২/২০২০ তারিখে ঠিকাদারকে চুক্তিপত্র প্রদান করা হয়েছে। ▪ আমান অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ও টিজিটিডিসিএল এর মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস এন্ড কোং লি. এর অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। জিটিসিএল কর্তৃক বাখরাবাদ হতে মেঘনাঘাট পর্যন্ত ৪২" ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মিত হলে আমান ইকোনোমিক জোন এর চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হবে। ▪ আরিশা অর্থনৈতিক অঞ্চল, কেরানীগঞ্জ ও টিজিটিডিসিএল এর মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস কোং লি. অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল এর সাথে টিজিটিডিসিএল এর MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস কোং লি. অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি।

চলমান পৃষ্ঠা-০৫

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
			• জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে মুখ্য বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ছে। ডিআরএস ও সরিষাবাড়ী এমএন্ডআর ষ্টেশন মডিফিকেশনের কার্যক্রম চলমান আছে। অভ্যন্তরীণ বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য জামালপুর ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষকে প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রাপ্ত সাপেক্ষে ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় মালামাল সংগ্রহ ও ঠিকাদার নিয়োগকরত নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হবে। • আকিজ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে মুখ্য বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ছে। ত্রিশাল এমএন্ডআর ষ্টেশন মডিফিকেশন ও আকিজ ইকোনোমিক জোন ডিআরএস নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। শীঘ্রই গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে। ▪ বে অর্থনৈতিক অঞ্চল এর সাথে টিজিটিডিসিএল এর MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেডের অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ এ কে খান অর্থনৈতিক অঞ্চল, নরসিংদী এ গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেডের অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ গজারিয়া বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেডের অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ ঢাকা সরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেডের অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ সিটি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে মুখ্য বিতরণ লাইন স্থাপন, ডিআরএস নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ এবং দীঘিবারাবো সিজিএস মডিফিকেশন, পার্জিং টেস্ট ও টাই-ইন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে। ▪ জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ব্যয়ের সংশোধিত প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। ইতোমধ্যে জাপানিজ ইকনোমিক জোন ও তিতাস প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে সাইট জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বেজা কর্তৃক এতদবিষয়ক নক্সা প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্পের যাবতীয় কাজ গত ৩১/১২/২০১৯ তারিখে শেষ হয়েছে। ▪ সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সদর এবং বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ এ পিজিসিএল কর্তৃক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের আংশিক আনুমানিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ▪ নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল, লালপুর, নাটোর এ পিজিসিএল কর্তৃক প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের আংশিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ▪ ঈশ্বরদী ইপিজেডের ১ম ফেইজের অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ১ম ফেইজের অবশিষ্টাংশ ও ২য় পর্যায় প্রকল্পভুক্ত এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৫.১০ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় বর্ণিত এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য পিজিসিএল প্রস্তুত রয়েছে। এছাড়াও, ডিআরএস আপগ্রেডেশন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ ও দরপত্র আহবান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ▪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট-এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে লাইন পাইপ, ডিআরএস, সিএমএস ও সিপি মালামাল ক্রয়ের জন্য ১০ টি গ্রুপে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান পূর্বক ৯টি গ্রুপের L/C খোলা হয়েছে, যার মধ্যে ২টি গ্রুপের মালামাল চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে খালাসের অপেক্ষায় আছে এবং অবশিষ্ট ১টি গ্রুপের আওতাধীন মালামাল TEG সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী হতে সংগ্রহ করা প্রক্রিয়াধীন আছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নে পাইপ লাইন, ডিআরএস, সিএমএস ও সিপি স্টেশন নির্মাণ এবং নদী ক্রসিং কাজের ৪টি গ্রুপের মধ্যে ১টি গ্রুপের চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে, ১টি গ্রুপের NOA ইস্যু করা হয়েছে, ২টি গ্রুপের NOA ইস্যুর জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। ▪ "শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল শেরপুর, মৌলভীবাজার এ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সামিট বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত ১২" ব্যাসের ১৫০ পিএসআইজি চাপের ২.৮ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ, ০১টি আরএমএস, ০১টি সিএমএস ও সিপি স্টেশন স্থাপন এবং ০২টি কন্ট্রোল বিল্ডিং নির্মাণসহ যাবতীয় ভৌত কাজ অনুমোদিত মেয়াদকাল ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৬

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
১০.	কুয়েত কর্তৃক পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য মহেশখালি এলাকায় ১০০০ একর জমি সংরক্ষণ করতে হবে;	বিপিসি	*বিপিসি কর্তৃক Saudi Aramco এর সাথে যৌথ উদ্যেগে পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী/কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য সমুদ্র তীরবর্তী প্রায় ১০০০ (এক হাজার) একর জমি বরাদ্দের জন্য ২৭/০৩/২০১৯ তারিখে BEZA এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। * উক্ত এলাকায় রিফাইনারী স্থাপনের পূর্বে প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডিটেইলড স্টাডি/ফিজিবিলিটি স্টাডির প্রয়োজন রয়েছে। জমি প্রাপ্তির পর প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি, ডিটেইলড স্টাডি/ফিজিবিলিটি স্টাডি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১১.	Off-shore গ্যাস ব্লকসমূহে বাপেক্স এর Carried Stake ১০% হতে ২০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	Off-shore এ অগভীর সমুদ্রের ব্লক এসএস-১১ এ স্যান্তোস ও ক্রিশ এনার্জি যৌথভাবে কাজ করছে এবং তাদের সাথে বাপেক্স এর Carried Stake ১০% রয়েছে। ব্লক এসএস-৪ ও এসএস-৯ এ ওএনজিসি ভিদেশ এবং ওয়েল ইন্ডিয়া কোম্পানি যৌথভাবে কাজ করছে। তাদের সাথেও বাপেক্স এর Carried Stake ১০% রয়েছে। ভবিষ্যতে বাপেক্স এর Carried Stake ১০% হতে ২০% এ উন্নীত করার বিষয়টি বিডিং রাউন্ড শুরুর প্রাক্কালে বিড ডকুমেন্টে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
১২.	ক) চট্টগ্রাম-ঢাকা (নারায়নগঞ্জ/ফতুল্লা) তেল পাইপলাইন নির্মাণ কাজ জরুরি ভিত্তিতে সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিপিসি	* পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় 'অর্পিত ক্রয়কার্য' হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে এ পাইপলাইনটি নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। * গত ০৯/১০/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং ২৫/১০/২০১৮ তারিখে এইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ প্রকল্পের অনুমোদন জারি করে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৬১.৩১ কোটি টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বিপিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ অক্টোবর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের সহ বাস্তবাযনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে পত্র প্রদান করা হয়। * প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরামর্শক (পিএমসি) নিয়োগের লক্ষ্যে Request for Profosal (RFP) ডকুমেন্ট প্রদান করা হয়েছে এবং গত ২৫/১১/২০১৮ তারিখে ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেড দপ্তরে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০১/০১/২০১৯ তারিখে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরার্মশক (পিএমসি) হিসেবে China Petroleum Longway Engineering Project Management Co Ltd-কে নিয়োগ করা হয়েছে। * ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন কনসালটেন্ট হিসেবে M/S ASOI JV in association with MECON Limited, India'কে নির্বাচিত করা হয় এবং ২৭/০৯/২০১৮ তারিখে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয়। ২৯/১১/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং ডিজাইন কনসালটেন্টের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পিএমসি ডিজাইন সংক্রান্ত বিষয়ে ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন পরার্মশকের সাথে কাজ করছে। * গত ১০/০২/২০২০ তারিখে আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুমোদেনের নিমিত্ত ৩য় পিএসসি সভা ও নিজস্ব তহবিলে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিপিসি কর্তৃক আরডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১১/০৩/২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। * আরডিপিপি ২৫-০৩-২০২০ তারিখে এ বিভাগ হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ১৯/০৫/২০২০ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। * কুমিল্লা হতে চাঁদপুর পর্যন্ত ৫৯.২৩ কিলোমিটার স্পার লাইন প্রকল্প হতে বাদ দেয়া হয়েছে। কুমিল্লায় একটি আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ডিপো নির্মাণ করা হবে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৭

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
	খ) কাঞ্চনব্রীজ হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত পাইপলাইন জরুরি ভিত্তিতে স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	বিপিসি	* এ পাইপলাইন স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। * জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ" শীর্ষক প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর বাণিজ্যিক অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান নৌ-কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড এর কাজ যথাযথ মনিটরিং ও সুপারভিশন করার জন্য Project Management Consultant (PMC) হিসেবে ৫,৮৬,৫৩,৮৮০.৯৯ টাকায় (৫,৬৪,০৭৩.৮৮ মার্কিন ডলার+১,২৪,৫৬,২৩০.৬৩ টাকা) Dorsch Holding GmbH Germany in association with Dorsch Consult (India) Private Ltd. India প্রতিষ্ঠানটিকে PMC হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর উক্ত কোম্পানিকে ২৬/০৪/২০১৮ তারিখে PMC হিসেবে নিয়োগের জন্য এ বিভাগ হতে বিপিসিকে পত্র দেয়া হয়। * পাইপলাইন রুট, পাইপলাইন ডিজাইন ও ড্রইং চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও রাজউকের কনসালটেন্ট কর্তৃক তিনশ ফুট সড়কের পাশ দিয়ে আরেকটি রুটের প্রস্তাব প্রদান করেছে এবং প্রস্তাবিত বিকল্প রুটের ড্রইং ০৮/০৩/২০১৮ তারিখে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডকে হস্তান্তর করা হয়। * ডিপো নির্মাণের জায়গা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল ল্যান্ড এক্যুইজিশন কমিটির ০৩/০৪/২০১৮ তারিখের সভায় ৬.০৯ একর জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে অনুমোদন করা হয়। * ০১/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। * প্রকল্পের আরডিপিপি গত ৩১/১২/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত আরডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৮ (দুইশত আটচল্লিশ) কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর, ২০০৭ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত। * ০৯/০১/২০২০ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপির প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ৩১/০১/১৯ এর পরিবর্তে ৩০/০৯/২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। * কেএডি পার্শ্ববর্তী ভিআইপি রোড, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ৩টি প্রবেশ পথ, খিলক্ষেত প্রবেশ পথ এবং কুড়িল এক্সপ্রেস হাইওয়ে রোড অতিক্রমের জন্য কেসিং পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। কেএডি হতে লা-মেরিডিয়ান পর্যন্ত ৪০০ মিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। ডিপোর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ চলমান রয়েছে। * লা-মেরিডিয়ান হতে বালু নদী পর্যন্ত ৭.৫ কিলোমিটার পাইপলাইন ওয়েল্ডিং এবং কোটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং এর মধ্যে ৪ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। * বালু নদী হতে কাঞ্চন ব্রীজ পর্যন্ত ১.৩ কিলোমিটার পাইপলাইন ওয়েল্ডিং সম্পন্ন হয়েছে এবং কোটিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৮

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
১৩.	কক্সবাজারের মহেশখালীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের গৃহীত/ গৃহীতব্য প্রকল্প সমূহের জমি বরাদ্দের বিষয়টি সমন্বয় পূর্বক একটি ম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ম্যাপ প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
১৪.	অনশোর করা ব্লকসমূহ লীজ প্রদানের জন্য আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	অনশোর এলাকায় ভবিষ্যতে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাপেক্স এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্লক এরিয়াসমূহ Ring-Fenced করে নতুন অনশোর ব্লক ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়। ব্লক ম্যাপটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। Onshore Model PSC 2019 এবং Offshore Model PSC 2019 চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মোতাবেক অফশোর ব্লকসমূহের জন্য নতুন বিডিং রাউন্ড আহবান করা হবে।
১৫.	ঢাকা শহরের ন্যায় অন্যান্য শহরেও GSB ভূ-ইকনোমিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে;	জিএসবি	ঢাকা শহরের ন্যায় বরিশাল, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate Change, Bangladesh (GeoUPACC) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গত ১২/০২/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
১৬.	বিগত ০৬.০২.২০১৪ তারিখে পরিদর্শন কালে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি সে সকল সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	পেট্রোবাংলা: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৬.০২.২০১৪ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ক্রমিক নং-০২ অনুসরণে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে জ্বালানি খাতে কর্মপরিকল্পনা পেট্রোবাংলা হতে পাওয়া গেছে, যা সময় সময় হালনাগাদ করা হবে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি): বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর জন্য গৃহীত ১৪নং ক্রমিকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জিএসবি কর্তৃক সমুদ্র ও নদী অববাহিকায় সঞ্চিত বালিতে মূল্যবান খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ''বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন'' শীর্ষক প্রকল্প বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন ও বিসিএসআইআর এর সাথে যৌথভাবে জুন, ২০১৯ এ বাস্তবায়িত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকা : বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, টাংগাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম।